ছাত্রী হলে হামলা ঃ কিছু সোজাসাপ্টা মন্তব্য

হাসান মামুন

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার ঘটনায় যারা দায়ী তাদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত হলেও যে প্রশ্নটা থেকেই যাবে তা হলো ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলবাজ শিক্ষকদের নিয়ে আমরা কি করবো? এ শিক্ষকরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন, তখন তারা অবধারিতভাবেই হয়ে উঠছেন দলীয় স্বার্থের সেবাদাস। কিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ, কোথায় শিক্ষার চেতনা, কোথায়ই-বা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকত্বের প্রশ্ন! ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী যখন নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার আগেই রুমের তালা ভেঙে ভিসির চেয়ার দখল করে বসেছিলেন, তখনই আমাদের ধরে নেয়া উচিত ছিল এরকম একটা লোকের পক্ষে ভয়াবহ কিছু ঘটিয়ে ফেলাও সম্ভব। অবশ্য এরকম দলবাজ লোকই পছন্দ করে ভয়ানক দলবাজ ও সঙ্কীর্ণমনা আমাদের রাজনৈতিক সরকারগুলো। গত সরকারের আমলেও কি তেমনটিই দেখা যায়নি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ করতে এত সময় নিলেন কেন, সেটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। তাদের তো শামসুন্নাহার হলে কলঙ্কজনক ঘটনার পরপরই পদত্যাগ করে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। শিক্ষক হিসেবে মুখ দেখানোরও কথা নয়; কিন্তু পদত্যাগের দাবিকে এড়িয়ে তারা যা যা বললেন, সেসব বচন আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। মনে থাকবে ছাত্রী হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকিয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটানোর পরও তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ পিষে মারতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে রণক্ষেত্র বানিয়েছেন। তারা শিক্ষক-সাংবাদিকদেরও পিটিয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের ঠাণ্ডা করতে ছাত্রদলের ক্যাডারদেরও নামিয়ে দিয়েছেন ক্যাম্পাসে। নিজ ছাত্রীদের ওপর জঘন্যতম ঘটনা ঘটিয়ে তারা হাত ধুয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন।

পারেননি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাই তা হতে দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েও তাদের ক্যাম্পাস থেকে হটানো যায়নি। পুলিশ-বিডিআর দিয়ে চারদিক ঘিরে রেখেও 'ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত' করা যায়নি। আসলে 'শান্ত' করে ফেলার মতো কোন পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেননি। পরিস্থিতি শান্ত হতে পারত শুধু তাদের দ্রুত পদত্যাগে। সেটা করার মতো আত্মসম্মানবোধ তাদের ছিল না। দলবাজি করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে তারা পরিণত হয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের গডফাদারে। তা না হলে শামসুন্নাহার হলে ওই বর্বরোচিত হামলার ঘটনাই বা ঘটবে কেন? রাতের আঁধারে পুরুষ পুলিশ গিয়ে ওখানে কি করেছে, সেটা পরের কথা- তারা ওখানে ঢুকবেই বা কেন?

কোন্ পরিস্থিতিতে পুলিশ ছাত্রী হলে ঢুকেছিল, সেটা নাকি খতিয়ে দেখবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। সরকার এ তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল ঘটনার একদিন পরই। দাবি ওঠার আগেই ওই কমিশন গঠন করে সরকার কিছুটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। কারণ অভিযুক্ত ভিসি-প্রক্টরের হাতে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির কোন বিশ্বাসযোগ্যতাই ছিল না। সরকারকে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বলা যেত যদি তারা ওইরকম একটা নজিরবিহীন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কাজ করতেন। যদি তারা অনেক পরে পদত্যাগ করা ভিসি ও প্রক্টরকে ঘটনার পরপরই পদত্যাগ করতে বলতেন। পদত্যাগ না করলে তাদের তো অপসারণও করা যেত। এ কাজটা করতে পারলে এমন একটা 'মেসেজ' দেয়া যেত যে, নতুন সরকারের পছন্দসই ভিসি ও প্রক্টরের নেতৃত্বে ওই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটলেও সরকার ঘটনার পেছনে ছিল না এবং এর দায় কোনভাবেই সরকার নিতে রাজি নয়। সেরকম কোন মনোভাবই আমরা দেখতে পাইনি।

শামসুন্নাহার হলে ঘৃণ্য পুলিশি অভিযানের সঙ্গে জড়িত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে 'ক্লোজ' করে বদলি করতেও বেশ ক'দিন সময় নিয়েছে সরকার। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে কতটা কী করতে পারে, তা ভালভাবে দেখার পর অবস্থা বেগতিক দেখে তবেই সরকার ওই পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মাঝে প্রতিদিনই টেলিভিশনে অদ্ভুত অদ্ভুত বক্তব্য দিতে দেখা গেছে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে। আর একশ্রেণীর দৈনিক পত্রিকায় কেবলই 'খবর' দেয়া হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী 'ক্ষুব্ধ'! প্রধানমন্ত্রীর 'ক্ষোভ' কি বস্তু, তার প্রমাণ কিছুদিন আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তার ক্ষোভের মুখে খোদ রাষ্ট্রপতি রীতিবহির্ভূতভাবে পদত্যাগ করে বঙ্গভবন ছেড়েছিলেন। পত্রিকার 'খবর' অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী 'ক্ষুব্ধ' হলে দলবাজ ভিসি এবং প্রক্টররা পদত্যাগ করে ক্যাম্পাস ও দেশ ছেড়ে পালাতেন। তা না করে তাদের অন্তত একজনকে দেখা গেল ছাত্রদলের ক্যাডারদের নিজ বাসভবনে আদর-আপ্যায়ন করছেন।

সেই ক্যাডাররা যে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে, সেটাও কি জানতেন না প্রধানমন্ত্রী? সে কারণে তার কোন 'ক্ষোভে'র কথা অবশ্য শোনা যায়নি। 'ক্ষুব্ধ' না হলেও প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল, তার 'সোনার ছেলেদের' ওইসব আচরণে। কেননা গত ক'দিনে তারা প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধেও নামেনি, তারা নেমেছিল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে— যারা অবতীর্ণ হয়েছিল একটি ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে। সে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন-সহানুভূতি ছিল দেশের সব বিবেকবান মানুষের। সেই মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রী আর কি করে বলবেন যে, তিনি শিক্ষাঙ্গনকে 'সন্ত্রাসমুক্ত' করতে চান? লোকে বরং দেখল, তিনি তার ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের একটি মহান লড়াই দমন করতে চান। যে ক'জন বহিরাগত ছাত্রদল কর্মী পুলিশ পাহারায় শামসুন্নাহার হল আর ভিসির বাসা করছিল, তাদেরও তিনি 'ক্লোজ' করেননি। তারাই নাকি আক্রমণরত মাথা-মগজহীন পুলিশদের দেখিয়ে দিচ্ছিল হলের কোন্ কোন্ রুমে ঢুকে কোন্ কোন্ ছাত্রীকে চুলের মুঠিতে ধরে থানায় নিতে হবে! এসব কথা শুনলে কোন্ সহপাঠীর মাথা ঠিক থাকে? বেগম জিয়া কি ওসব শোনেননি?

এ কথাটাই আসলে ঠিক যে, প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বলেই ভিসি আর প্রক্টরকে পদত্যাগ করতে এত সময় নিতে হয়েছে। তারা হয়ত ঠিকই বুঝে ফেলেছিলেন, তাদের যেতেই হবে। যদি বলি, সরকারই তাদের 'টিকে থাকার ও যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা' চালিয়ে যেতে বলেছিল? এটা তো ঠিক যে, ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেজন্যই হয়ত সিন্ডিকেটের সভা ডেকে বন্ধের বিষয়টি তোলাও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, এত বিক্ষোভের মধ্যে ঘটনা যখন সবার কাছেই স্পষ্ট, তখনও সরকার ভিসিকে বলল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের তাড়িয়ে দিতে। ভিসি ও প্রক্টর যেদিন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, তার আগের দিনও পুলিশকে দেখা গেল আরও মারমুখী অবস্থায়। তারা সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ শিক্ষককে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে তার পা ভেঙে দেয়! সরকার কি ভাবছে যে, পত্রিকায় প্রকাশিত ওই দৃশ্য আগামী নির্বাচন আসতে আসতে দেশবাসী ভুলে যাবে? সব মানুষকে এতটা স্মৃতি-বোধহীন ভাবার কোন কারণ রয়েছে কি?

প্রধানমন্ত্রী জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে বিদায় জানিয়ে এসেই যেভাবে ভিসি ও প্রক্টরের বিদায়ের সুবন্দোবস্ত করলেন, তাতে সবাই বুঝে গেছে তিনিই পারতেন আরও অনেক আগেই সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক কাজটা শুরু করতে। তিনি সেটা করেননি বলেই ভিসি আর প্রক্টর ওভাবে পদ আঁকড়ে থেকে অনবরত ওইরকম নির্লজ্জভাবে মিথ্যা বলেছেন এবং গডফাদারের মতো আচরণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর তাদের স্থান হবে বলে মনে হয় না। দলের লোক বলে সরকার যদি এখন তাদের অন্য কোথাও 'পুনর্বাসিত' করার উদ্যোগ নেয়, সেটাও নিন্দনীয় কাজ হবে। দলবাজি করতে করতে অতিশয় লাই পেয়ে যাওয়া এ দুই ব্যক্তি সরকারের এতো 'ড্যামেজ' করে ফেলেছেন যে, সরকারের এখন উচিত হবে এমন ভাব করা ঃ 'এদের তো চিনি না'! কোন কোন কলামিস্ট ইতোমধ্যেই এ দু'জন শিক্ষক নামের কলঙ্ককে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার আহ্বান জানিয়েছেন। ক্ষোভ এবং ঘৃণা কত তীব্র হলে এরকম দাবি ওঠে, তা বেগম জিয়া না বুঝলে সমস্যা হবে তারই।

সরকার যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল, তার কাজ অবশ্য শুরু হয়েছে। কমিশনের কাজ দ্রুত শেষ হওয়া প্রয়োজন। আমরা স্পষ্ট করে জানতে চাই, সেদিন গভীর রাতে ছাত্রী হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকে কি কি করেছে, কারা এমন ঘৃণ্য কাজে কিভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কারা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রভোস্ট, সহকারী প্রক্টর ও হাউস টিউটরদের ভূমিকাই বা কী ছিল। কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারপতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কাজটির গুরুত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করে নির্লজ্জ ভিসি ও প্রক্টরকে হটিয়ে এককভাবে আমাদের কলঙ্কমুক্ত করেছে। এখন ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা উপযুক্ত শাস্তি পেলে আমরা বলতে পারব, কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ওই ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস আর কেউ পাবেন না। ইতোমধ্যে দোষী বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের শাস্তি থেকে বাঁচানোর কোন অপপ্রয়াস নেয়া হলে অবশ্য তা সরকারকে আরেকটি বিপদের মধ্যে ফেলবে। আবার হয়ত একই ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠবে না, কিন্তু ওরকম কিছু ঘটানো হলে ব্যাপক মানুষের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া হবে খুবই নেতিবাচক। তখন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোও হয়ত সরকারকে মোকাবিলায় এগিয়ে আসবে।

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার ঘটনায় যারা দায়ী, তাদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত হলেও যে প্রশ্নটা থেকেই যাবে তা হলো ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলবাজ শিক্ষকদের নিয়ে আমরা কি করবো? এ শিক্ষকরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন, তখন তারা অবধারিতভাবেই হয়ে উঠছেন দলীয় স্বার্থের সেবাদাস। কিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ, কোথায় শিক্ষার চেতনা, কোথায়ই-বা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকত্বের প্রশ্ন! ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী যখন নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার আগেই রুমের তালা ভেঙে ভিসির চেয়ার দখল করে বসেছিলেন, তখনই আমাদের ধরে নেয়া উচিত ছিল এরকম একটা লোকের পক্ষে ভয়াবহ কিছু ঘটিয়ে ফেলাও সম্ভব। অবশ্য এরকম দলবাজ লোকই পছন্দ করে ভয়ানক দলবাজ ও সঙ্কীর্ণমনা আমাদের রাজনৈতিক সরকারগুলো। গত সরকারের আমলেও কি তেমনটিই দেখা যায়নি?

প্রচলিত ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কথা উঠেছে। ওঠাই স্বাভাবিক। প্রচলিত শিক্ষক রাজনীতি নিয়েও কথা উঠুক। দলবাজ ভিসি ও প্রক্টর হটানোর আন্দোলনে যে শিক্ষকরা কোন দলের না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষায় রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তাদেরই এ বিষয়ে কথা বলার অধিকার বেশি। ছাত্রদের মতোই শিক্ষকদেরও রাজনৈতিক অধিকার এবং জাতি গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রেখে কি করে আমরা একজন শিক্ষকে আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বা নজরুল ইসলা হওয়ার পরিণতি রোধ করতে পারি, সে পথ করতেই হবে। এমন শিক্ষকদেরই এসব দায়িত্ব পদে বসাতে হবে, যারা এসব পদের মর্ বোঝেন এবং দলমত নির্বিশেষে সব ছাত্রছা স্বার্থরক্ষায় যারা অবিচল থাকবেন। কোনর নেতৃত্ব ছাড়াই অবিস্মরণীয় আন্দোলন গড়ে তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য এক্ষেত্রে আশা জাগি তুলেছে। তারা সব 'পাওয়ার পার্টি'র কাছেই এ 'মেসেজ' পৌঁছে দিয়েছে যে, শিক্ষক নামের নির্ল দলবাজদের এসব পদে বসালে তাদের কৃতকর্মে দায় সেসব দলকেই বহন করতে হবে।

[লেখক ঃ সাংবাদিক]